

6B Wt m r t 0 71 t k i c j g y B w` em

মোঃ রহমতুল্লাহ,

কোম্পানী কমান্ডার, ১১ নং সেক্টর ১৯৭১.

৫ই ডিসেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় হঠাৎ বাঁশীর হইসেল। মিত্র বাহিনীর একজন অফিসার আমাদের ক্যাম্পে এসে বললেন ১১নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সান্দসিংহ এর আদেশ আগামী কাল ৬ই ডিসেম্বর সকাল ৭ টায় শেরপুর পৌঁছাতে হবে। যেহেতু পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল অরোরা শেরপুর আগমন করবেন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। আবেগে আশ্চর্য হয়ে তার কথা শুনলাম, ভাবলাম গত রাতে ৪টা ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর ময়মনসিংহ জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি পানীহাতা হাউড আউটে আমার নেতৃত্বে মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর সমন্বয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লোমহর্ষক যুদ্ধ হয়েছে। হানাদার বাহিনীর চরম ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছি। তাদেরকে উক্ত ঘাটি থেকে বিতারিত করেছি।

কিন্তু যে দৃশ্য দেখেছি তা স্বরণ হলে এখনো রাতে ঘুমুতে পারি না। সারারাত জেগে থেকে শুধু মনে হয় পাকিস্তান—নানী মুসলমান সেনারা নরপশু মহাপাপী, মানুষতুহীন হিংস্র কুকুরদেরও অধম। সকালে যখন হানাদার বাহিনীর খাটি দখল হলো, ভিতরে গিয়ে বাৎকার গুলিতে দেখলাম সন্সুর্গ উলঙ্গ নারী। শরীরে শক্তি নেই, দেহে মাংস নেই, রক্ত শূণ্য হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। একে একে ১৭ জন উদ্ধার করলাম। আমাদের সাথে যে গামছা ছিল তা দিয়ে ওদের লজ্জা ঢাকা হলো। আশেপাশের কিছু লোক কাছে এলো। ঐ সকল বীরঙ্গনা নারীদের তাদের হেফাজতে দিয়ে ক্যাম্পে চলে এসেছি।

সারারাত ঘুম জাগা দুপুরের খানা খেয়ে সকলকেই বিশ্রাম করতে আদেশ দিয়েছি। যারা রান্নার কাজে দায়িত্বে আছে তারা রান্না করছে। হঠাৎ বাঁশীর হইসেলে সকলেই অবাক। অফিসার আমাকে বললেন সমস্ত— মুক্তিযোদ্ধাকে প্রস্তুত করতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলেই সশস্ত্র প্রস্তুত হলাম। তিনি আমাদেরকে ঢালো বারান্দা পাড়া মিত্র বাহিনীর ঘাটিতে যেতে বললেন। রাতের খাওয়ার রান্না বান্না প্রায় শেষ। অনেকে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সবকিছু ফেলে সকল মুক্তিযোদ্ধা রওয়ানা দিতে বাধ্য হলাম।

কোন ক্ষেদ নেই, মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা, তবুও আনন্দ, যুদ্ধে যাচ্ছি। দেশ স্বাধীন হবে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী মুক্ত দেশে শানি—তে থাকবে। এই বুক ভরা আশা নিয়ে স্বদেশের মাটির দিকে দ্রুত যেতে থাকলাম। ঢালো বারান্দা পাড়ায় কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর বাউরামারী হয়ে নলি পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা। শেরপুরের পথে নলীতে আমার ছোট বোন রৌশন আরার বাড়ী। বোনসহ এলাকার মুক্তিপাগল মানুষের কি আনন্দ-মুক্তিবাহিনী এসেছে। রৌশন আরা আমাকে সমস— যোদ্ধার সামনে দেখে চিনে ফেললো। অশ্রু“ সজল নয়নে শুধু বল্লো সকলেই একটু দাঁড়াও। ৪/৫ মিনিটের মধ্যেই বস—ায় বস—ায় চিড়ামুড়ি-গুর নিয়ে আমাদেরকে বিতরণ করলো। ক্ষুধার পেটে কিছু খেয়ে আবার চলতে শুরু“ করলাম।

আমাদের যেতে হবে ঝিনাইগাতী হয়ে শেরপুর। রাত ৮ ঘটিকায় ঝিনাইগাতী পৌঁছলাম। হঠাৎ মোবারক ও প্লাটুন কমান্ডার বকর নামে দু’জন সহযোদ্ধা আমাকে অনুরোধ করে বল্লো স্যার এখান থেকে অতি নিকটে আমাদের বাড়ী। আপনার নিকট অনুরোধ মাত্র ১০ মিনিটের জন্য সকলকেই নিয়ে আমাদের বাড়ীতে চলুন। সময়মত শেরপুর পৌঁছাতে কোন অসুবিধা হবে না।

৯

তৎপর মুক্তিযোদ্ধা মোবারকের বাড়ী কালিনগর গেলাম। মোবারকের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন সহ গ্রামের লোকদের কি আনন্দ। আমাকে না জানিয়ে না বুঝতে দিয়ে বিরাট বড় একটা ষাড় গর“ জবাই করে ফেললো। চারিদিকে রান্না শুরু“ হলো। আমার কোম্পানীতে প্রায় দুইশত মুক্তিযোদ্ধা, রাত ২টার মধ্যেই খানা-পিনা শেষ করে আবার রওয়ানা হলাম শেরপুর সদরের দিকে। পথে আহাম্মদ নগর পাক বাহিনীর শক্তঘাটি। আমরা পৌঁছবার আগেই হানাদার পাক বাহিনী ঘাটি ছেড়ে চলে গেছে। এই ঘাটিতেই শত শত স্বাধীনতাকামী লোকদেরকে এনে ক্রস ফায়ারে হত্যা করেছে। আমার বড় ভাই খলিল উল্লাহকে হত্যার উদ্দেশ্যে এখানে এনেছিল। মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছিল বিধায় আরবী, উর্দুতে কথা বলতে পেরেছে এবং বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। সে জন্য ভাগ্যক্রমে ক্রসফায়ার থেকে মুক্তি পেয়ে জীবিত ছিল।

৬ই ডিসেম্বর সকাল ৭ ঘটিকায় শেরপুর শহরে পৌঁছলাম। শেরপুর শহরেই আমাদের বাড়ী। খবর পেয়ে শ্রদ্ধেয় বাবাজান দারগ আলী পার্কে আসলেন। একে একে সকলের সাথে সাক্ষাত হলো। স্নেহশীল মা আমাকে দেখে আবেগে বিহবল হয়ে প্রায় বাকশূন্য হলেন। শুধু দেখা হলো না প্রীতমা স্ট্রী নুর জাহানের সাথে। সে তখন তাদের গ্রামের বাড়ীতে ছিল।

হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষের আনন্দ দেখে আমি আবেগের কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টার আসলো। পদার্পণ করলেন মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেঃ জেঃ আরোবা। আমার বাহিনীসহ হাজার হাজার মুক্তি বাহিনী ও মুক্তি পাগল মানুষ তাকে অভ্যর্থনা জানালাম। তৎমুহূর্তেই আদেশ হলো আজ বিকাল ৫ ঘটিকায় জামালপুর আক্রমণ করতে হবে। জামালপুর এ্যাম্বোসের জন্য আমার বাহিনীকে নান্দিনায় ডিফেন্স দেওয়া হলো-যাতে হানাদার বাহিনী রেলওয়ে যুগে পালাতে না পারে।

.....হী